শ্রীরাধাকৃষ্ণাঙ্গ সমুদ্ভূতা ভগবতী গঙ্গা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান নারায়ণকে বলিলেন, ''হে জগৎপ্রভো নারায়ণ, হরিপদপদ্ম সম্ভূতা কে এই ভগবতী গঙ্গা? সেই সর্বপাপবিনাশক পতিতোদ্ধারিনী পুণ্যপ্রদায়িনী শুদ্ধসত্ত্ব ভগবতী গঙ্গার উদ্ভব কথা আমায় বলুন।'' তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদের প্রশ্নের উত্তরে বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ কহিলেন, ''সচ্চিদানন্দঘন সগুণব্রহ্ম সনাতন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে সমুদ্ভূতা দেবী গঙ্গা শ্বেতপদ্মবর্ণা পাপনাশিনী শ্রীকৃষ্ণতুল্যা। তিনি পরমা সতী, তাঁহার বহ্নির ন্যায় শুক্ল বস্ত্র পরিধান। তিনি রত্নময় ভূষণেভূষিতা ও শরৎকালীন শত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্যমান তাঁহার অঙ্গের জ্যোতি! তিনি নিরন্তর স্থির যৌবনা ও নারায়ণের প্রিয়া।

একবার গোলোকের রাসমণ্ডলে শিবসঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার অঙ্গ দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল। সেই দ্রবরূপা দিব্য জ্যোতি হইতেই ভগবতী গঙ্গা উদ্ভূতা হন। সৃষ্টির আদিতে শিব সমীপে যাঁহার জন্ম হইয়াছে তাঁহাকে স্বয়ং নারায়ণও প্রণতি নিবেদন করেন। গোপগোপীগণে পরিব্যাপ্ত মনোহর রাধিকা মহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাঁহার আবির্ভাব হয়, যিনি সমগ্র গোলকধাম বেষ্টনপূর্বক জ্যোতির্মণ্ডলের ন্যায় তথায় বিস্তৃত রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার দিব্যজ্যোতিরাশির বলয়ে তরঙ্গায়িত শুদ্ধসত্ত্ব নদীরূপে বৈকুণ্ঠধামকেও বেষ্টিত করিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মলোক, শিবলোক, ধ্রুবলোক, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, তপলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বিস্তীর্ণতায় আবৃতা রহিয়াছেন, সেই শুদ্ধসত্ত্বময়ী উত্তমা পবিত্র্যা দেবীগঙ্গাকে সর্বলোকবাসীগণ বন্দনা করেন। দেবী গঙ্গা ইন্দ্রলোকে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী এবং পৃথিবীতলে অলকানন্দা নামে বিখ্যাতা। এই ভগবতী গঙ্গা সত্যযুগে ক্ষীরবর্ণা, ত্রেতাতে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা, দ্বাপরে চন্দনের ন্যায় আভাযুক্তা এবং কলিযুগে জলপ্রবাহময়ী। দেবী গঙ্গার কণিকামাত্রও জলস্পর্শে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পাপীগণের কোটি জন্মার্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ভগীরথ মুনির স্তব-স্তুতিতে পরিতুষ্ট হইয়া সুমেরুপর্বত হইতে যে স্থানে সগরসন্তানগণ কপিলমুনির শাপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই স্থলে গঙ্গা গমন করিলে সেই পবিত্র গঙ্গার বায়ুস্পর্শেই সগরসন্তানগণ উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। দেবী ত্রিপথগাকে ভগীরথ মুনি পৃথ্বীতলে আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় ''ভাগীরথী''।

দেবী গঙ্গা

তদনন্তর নারদ বলিলেন, ''ভগবন্! গঙ্গা কোথায় কি প্রকারে ত্রিপথগামিনী হইয়া ভুবনপাবনী হইলেন, তাহা আমায় বিস্তারিতভাবে বলুন।'' নারদের কৌতুহল লক্ষ্য করিয়া তখন ভগবান নারায়ণ নারদকে বলিলেন— ''কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে একবার গোলোকে রাধামহোৎসবে গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধিকাকে পূজা করত রাসমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদেবীকে পূজা করিলে তখন ব্রহ্মাদিদেবগণ, সনকাদি ঋষিগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেইসময় দেবী সরস্বতী বীণা দ্বারা সুমধুর তানে কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন। সেই দিব্যসুর সম্পন্ন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া রত্নেন্দ্রসার নির্মিত শিরঃস্থিত মনীন্দ্রশ্রেষ্ঠ অখিল ভূমণ্ডলের সুদুর্লভ হার দেবীকে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল রত্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কৌস্তভমণি দেবী সরস্বতীকে প্রদান করিলেন। শ্রীরাধিকা অমূল্য রত্নখচিত হার প্রদান করিলেন এবং ভগবান নারায়ণ স্বয়ং মনোহর বনমালা ও তৎপত্নী লক্ষ্মীদেবী অমূল্য রত্ন নির্মিত মকরাকৃতি কুণ্ডল প্রদান করিলেন। তারপরে ভগবতী নারায়ণী ঈশানী আদ্যা-মূলা প্রকৃতিরূপা বিষ্ণুমায়া স্বরূপা দেবী দুর্গা সুদুর্লভ বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিলেন। তৎপরে ধর্মদেব ধর্ম, যশ ও বিপুল ধর্মবৃদ্ধি দান করিলেন; অগ্নিদেব বহ্নির ন্যায় শুভ্র বস্ত্র এবং বায়ু মণি নুপুর প্রদান করিলেন। এই সময় শিবশম্ভু ব্রহ্মার অনুরোধে রাসোল্লাসযুক্ত মনোহর কৃষ্ণসঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীত শ্রবণে সুরগণ মূর্চ্ছিত হইয়া চিত্রবৎ পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন; পরে অতিকষ্টে চেতনা লাভ

করিয়া তাঁহারা কেবল মাত্র রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে সেই রাসমণ্ডল স্থান জলাকীর্ণ ও রাধাকৃষ্ণ বিহীন! এইরূপ অত্যাদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপ-গোপীগণ, সুরগণ ও দ্বিজগণ তখন সকলেই উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে রাসমণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণরাধিকাসহ দ্রবীভূত হইয়াছেন এবং এই কার্য্য কৃষ্ণেরই অভিমতানুযায়ী হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন— ''প্রভো! আপনি আমাদের অভিলাষিত স্বীয় মূর্তি দর্শন করান।'' তাঁহারা এই কথা বলিলে সে সময় একটি আকাশবাণী হইল! —হে দেবগণ, আমি সকলের পরমাত্মস্বরূপ এবং এই ভক্তানুগ্রহরূপিনী রাধিকা সকলের শক্তিস্বরূপিনী। অতএব আমাদের শরীরধারণে প্রয়োজন কি? মনু, মানব, মুনি ও বৈষ্ণব সকলেই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র, তাই আমার দর্শনের নিমিত্ত মদীয় স্থানে গোলোকে আগমন করিতে পারিবে। হে সুরেশ্বরগণ! তোমরা যদি আমার সুব্যক্ত মূর্তি দর্শন অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে শম্ভু আমার একটি বাক্য পালন করুন। হে বিধাতঃ, হে ব্রহ্মা! তুমি জগদ্‌গুরু শিবকে বেদাঙ্গসঙ্গত মনোহর শাস্ত্রবিশেষ ''তন্ত্রশাস্ত্র'' প্রণয়ন করিতে অনুমতি কর; যেন সেই শাস্ত্র বিবিধ অভিলাষিত বস্তু প্রদান করে এবং অপূর্ব মন্ত্রাদিযুক্ত ও পূজাবিধিক্রম, স্তব, ধ্যান ও কবচাদিযুক্ত হয়। আমার মন্ত্র, কবচ ও ধ্যান তুমি যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে এবং যাহাতে আমার ভক্তবৃন্দ বিমুখ না হয় তাহাই করিবে। শত কি সহস্রজনের মধ্যে একজন আমার মন্ত্রোপাসক হইবে। সেই ভক্তগণই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবে। তদ্ভিন্ন যদি সকলেই গোলোকবাসী হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই নিষ্ফল হইবে। এই সংসারে পঞ্চপ্রকার লোকের নিবাস; তাহার মধ্যে কেহ পৃথিবীতে, কেহ স্বর্গে, কেহ পাতালে, কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ বা বৈষ্ণব ও কেহ বা মদীয় গোলোকে বাস করে। আমার নির্দিষ্ট কার্য্য বিধান করিবে কিনা, তাহাই এই দেবসভায় প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলেই আমার মূর্তি দেখিতে পাইবে।'' —এইরূপ সেই মধুর সুব্যক্ত দিব্যবাণী তাঁহারা সকলেই শুনিতে পাইলেন। শ্রীভগবানের এই দৃঢ়তাপূর্ণ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্তে শম্ভুকে তাহা পালন করিতে বলিলেন। তখন জ্ঞানেশ্বর যোগীশ্রেষ্ঠ শিব ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের দ্রবরূপ চিন্ময় ''গঙ্গাবারি'' হস্তে করত অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুযায়ী বিষ্ণুমায়াদিযুক্ত এবং চৈতন্যময় মন্ত্রাদি সমন্বিত বেদের সারভূত উত্তম শাস্ত্র প্রণয়ন করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ''গঙ্গাবারি'' স্পর্শকরত মিথ্যা বাক্য বলে, তবে তাহা হইলে সে ব্রহ্মার বয়ঃকাল পর্য্যন্ত 'কালসূত্র' নামক নরক ভোগ করিবে। শিবশঙ্কর গোলোকের সুরসভায় এই কথা বলিলে পরে তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত তৎক্ষণাৎ রাসমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে পুনর্বার উৎসব আরম্ভ করিলেন।

কালক্রমে ভগবান শম্ভু সুগুপ্ত তন্ত্রশাস্ত্রদীপ প্রকাশ করিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা দ্রবরূপিনী গঙ্গা গোলোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বপ্রাণীর ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী। স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সৃষ্টি মধ্যে লোকলোকান্তরে স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ স্বরূপা বলিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পূজিতা।

যোগমার্গে উপলব্ধিত সত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে—ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী গঙ্গাদেবীর কৃপাবলে সাধক যোগীগণের শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। একবার যোগীসাধক যদি ওই শুদ্ধসত্ত্বরূপা পরাসম্বিৎময় শ্বেতসৌদামিনীর ধারাকে মস্তকস্থ সহস্রারে 'বামা'কেন্দ্রে ধারণ করিতে সক্ষম হন, তবে তিনি স্বীয় অষ্টপ্রকৃতিকে জয় করিতে সক্ষম হন এবং তিনি শিবস্বরূপ হইয়া যান। ভগবতী গঙ্গাদেবীর কৃপা ধারায় তখন যোগীর দেহ শুদ্ধসত্ত্বের জ্যোতিতে প্লাবিত হইয়া যোগী হন নির্বিকল্পস্বরূপ শিবসর্ব্ব। বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রভাবেই সাধক জগতের মায়াপ্রপঞ্চের গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। যোগশাস্ত্রমতে সুষুম্নামার্গকেই 'অবধূতীন গঙ্গা' বলা হয়। সুষুম্নামার্গে বজ্রা বা বজ্রিনী নাড়ীর মধ্যে যোগীর মন প্রবিষ্ট হইলে পরে সত্তামধ্যে সত্ত্বগুণের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে, সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মনাড়ীতে বা জ্ঞানপ্রদা সরস্বতী স্বরূপিনী ব্রহ্মমার্গে যোগীর চেতনা প্রবিষ্ট হইলে যোগীহৃদয়ে জ্ঞানগঙ্গা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সে অবস্থায় যোগী পরিপূর্ণ প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হন। গঙ্গাধারায় স্নাত যোগীগণ হৃদয়ে ইচ্ছামত্রেণ বিষ্ণুর পরমপদকে দর্শন করিতে সক্ষম হন।

—হরি ওঁ তৎ সৎ—